22 March 2020
আপনি ভাইরাসের সম্পর্কে শুনেছেন?
ওরা কি সব কিছু বন্ধ করে দেবে?
ফুল্লবাই লালগড়ের একটি ৪৩ বছর বয়সী গোন্ড শাক সবজি বিক্রেতা।

টিভিতে লকডাউন ঘোষণার পর বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলা বস্তিটিকে ছেয়ে ফেলে।
ফুল্ল, আমরা কীভাবে লকডাউনের সময় রোজগার করব আর খাবো?

ফুল্লবাই নিজের জমানো টাকা গুনে দেখে
আমাদের কাছে ৪০০০ টাকা রয়েছে , কিন্তু খাওয়ার রেশন প্রায় শেষ। ওনারা শাক সবজি তো বিক্রি করতে দেবে, দেবে না?

ফুল্ল, তুমি তো শাক সবজি বিক্রি করতে বেরিয়ে যেতে পারবে । তবে আমি কী ভাবে আমার সেলাইয়ের কাজ চালিয়ে যাবো?
আমি আর সাইবু কাজ না করলে বাঁচবো না, দিদি
সাইবু ফুল্লবাইয়ের স্বামী। সে কাছের এপার্টমেন্টগুলোতে আবর্জনা সংগ্রহ করে।

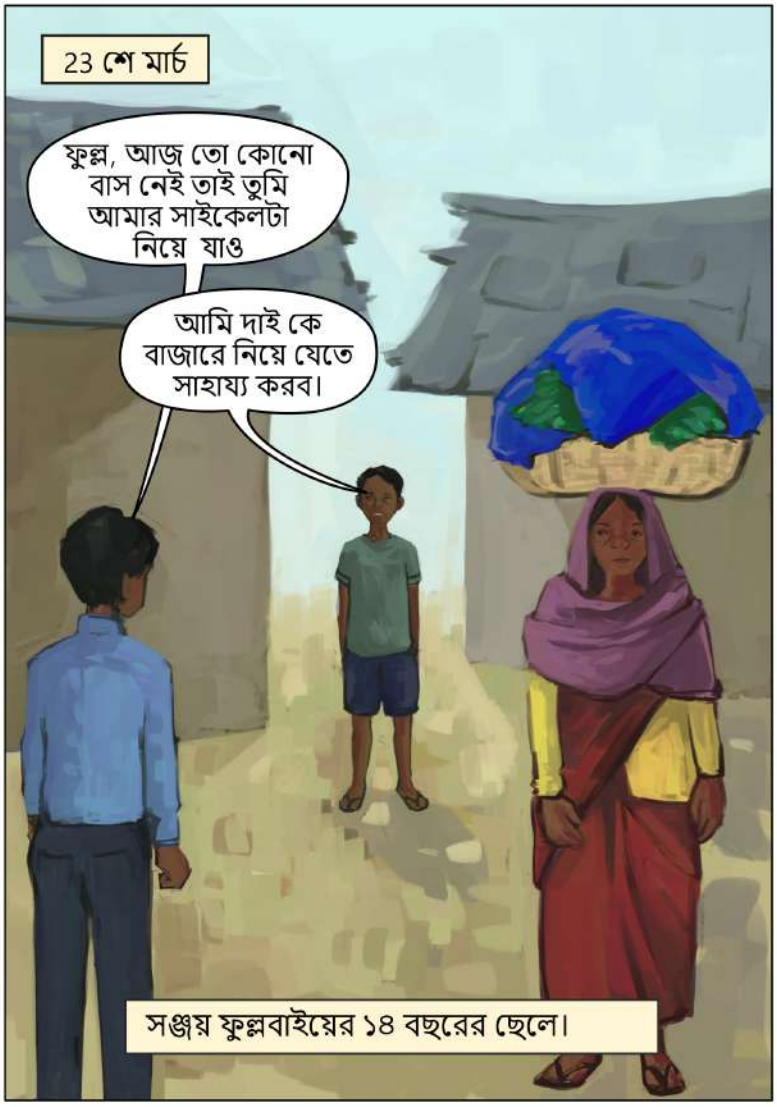
23 শে মার্চ
ফুল্ল, আজ তো কোনো বাস নেই তাই তুমি আমার সাইকেলটা নিয়ে যাও
আমি দাই কে বাজারে নিয়ে যেতে সাহায্য করব।
সঞ্জয় ফুল্লবাইয়ের ১৪ বছরের ছেলে।

দাই, তাড়াতাড়ি। এই রাস্তা দিয়ে এসো, ওই রাস্তায় আমি পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি.
আমি কোনোদিন রাস্তা এত খালি দেখিনি!

অন্যান্য বিক্রেতারাও এখানে আছে। মন্দির আর মসজিদ ও খোলা.
শুধু বড়ো দোকান গুলো বন্ধ.।
ফুল্লবাই বাজার চত্বরে কয়েকজন সাথীদের দেখে স্বস্তি পেল।

ফুল্লবাই দেখলো , পুলিশ বাজারে এসে মসজিদের বাইরে অপেক্ষা করছে।ইতিমধ্যে মন্দিরে আরতি শুরু হল)।

ফুল্লবাই দেখলো মসজিদ থেকে বেরোবার সময়ে ১১ জন পুরুষ কে মারধর আর গ্রেফতার হল|
STORE

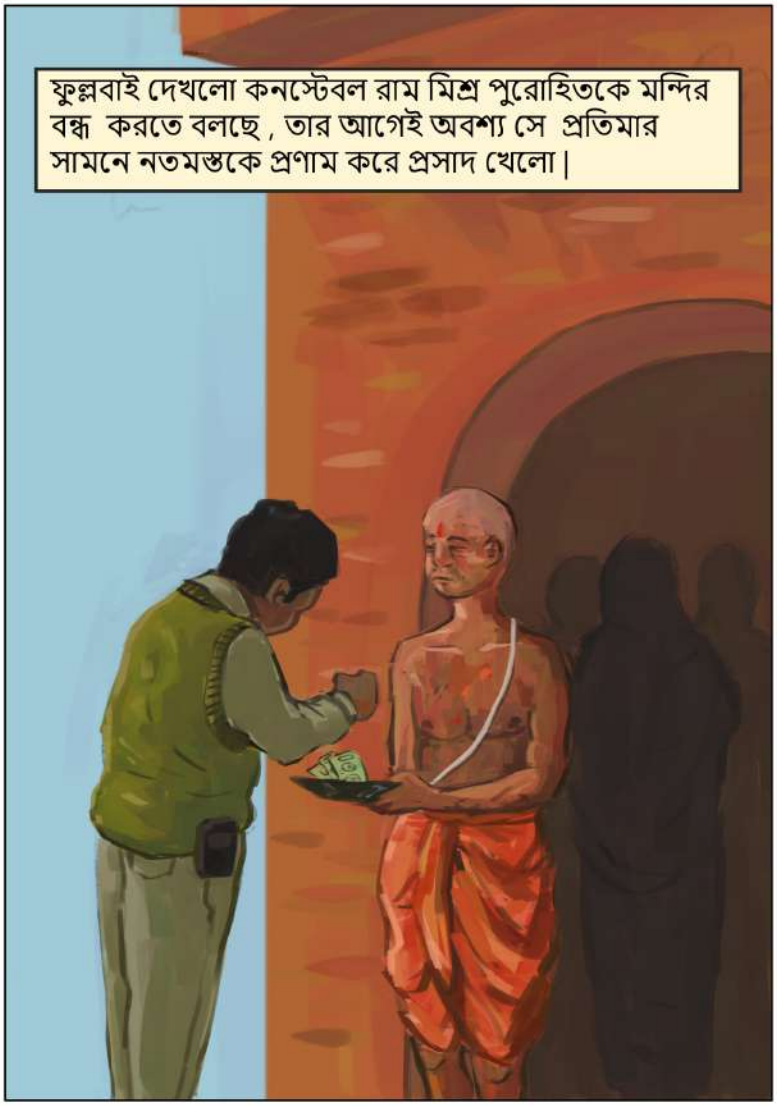
ফুল্লবাই দেখলো কনস্টেবল রাম মিশ্র পুরোহিতকে মন্দির বন্ধ করতে বলছে , তার আগেই অবশ্য সে প্রতিমার সামনে নতমস্তকে প্রণাম করে প্রসাদ খেলো |

মন্দিরে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি!
দাই, মন্দিরে প্রার্থনা করা ভুল নয়। তাছাড়া মসজিদের ভিতরে বেশি লোক ছিল

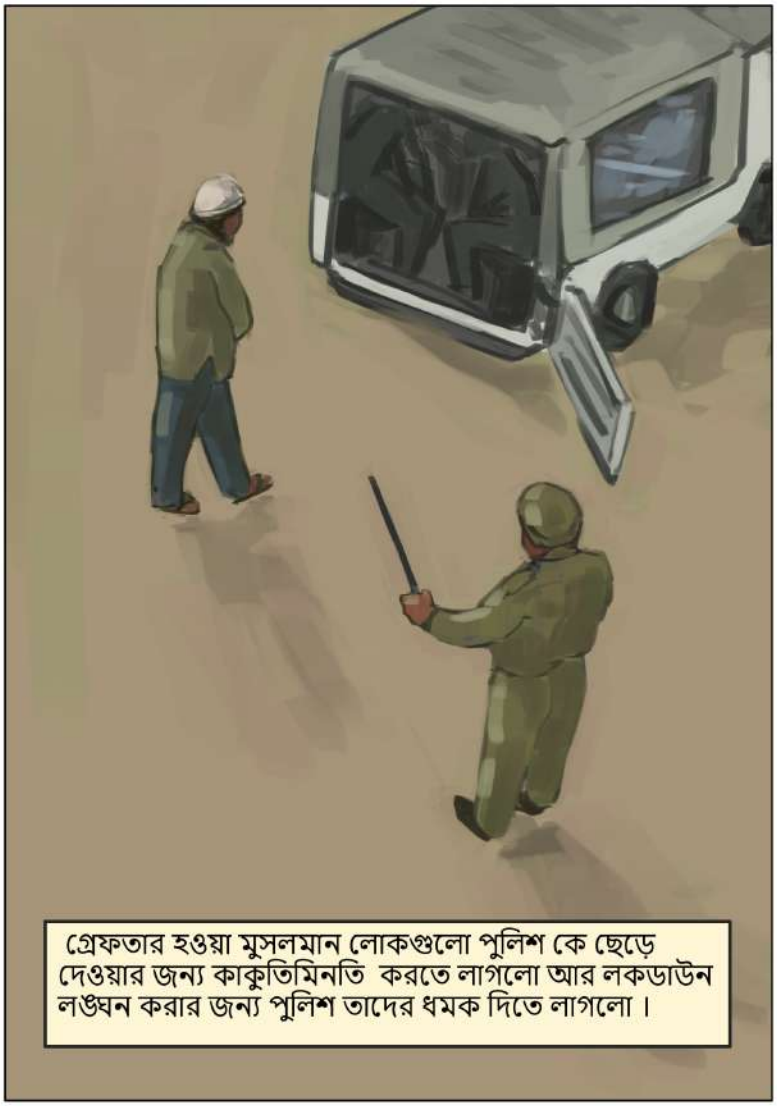
গ্রেফতার হওয়া মুসলমান লোকগুলো পুলিশ কে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করতে লাগলো আর লকডাউন লঙ্ঘন করার জন্য পুলিশ তাদের ধমক দিতে লাগলো ।

আরও পুলিশ বাজারে পৌঁছে মাংসওয়ালা আর রাস্তার হকারদের তাড়া করলো
আমরা প্রচুর লোকেদেরকে গ্রেফতার করেছি।
এখন বেড়িয়ে যাও নাহলে আমরা ডান্ডা পেটা করে তোমাদের জেলে পাঠাবো।
ফুলোবাই এবং সঞ্জয় তাড়াতাড়ি শাক সবজি গোছাতে লাগলো, এমন সময়ে মাংস ওয়ালা আক্রমকে পুলিশ ধরতে এলো
আমাকে গ্রেপ্তার করছেন কেন?
মাংস আইনের অধীনে একটি প্রয়োজনীয় পণ্য!
MEAT
কালেক্টর বলেছেন যে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস হোম ডেলিভারি করা যাবে
আমি কী ভাবে হোম ডেলিভারি করবো?
সাহাব, দয়া করে মাল ছেড়ে দিন।
আমরা চলে যাবো!
একটা পুলিশ কন্স্টেবল ফুল্লবাইয়ের শাক সবজি ধংস করা শুরু করল।

তোমাকে গ্রেফতার করা হল ! লকডাউন মানোনি কেনো ?
দয়া করে একে যেতে দিন, আমরা চলে যাচ্ছি।
চুপ কর, তাহলে তোমায় সাবধান করে ছেড়ে দেব ।

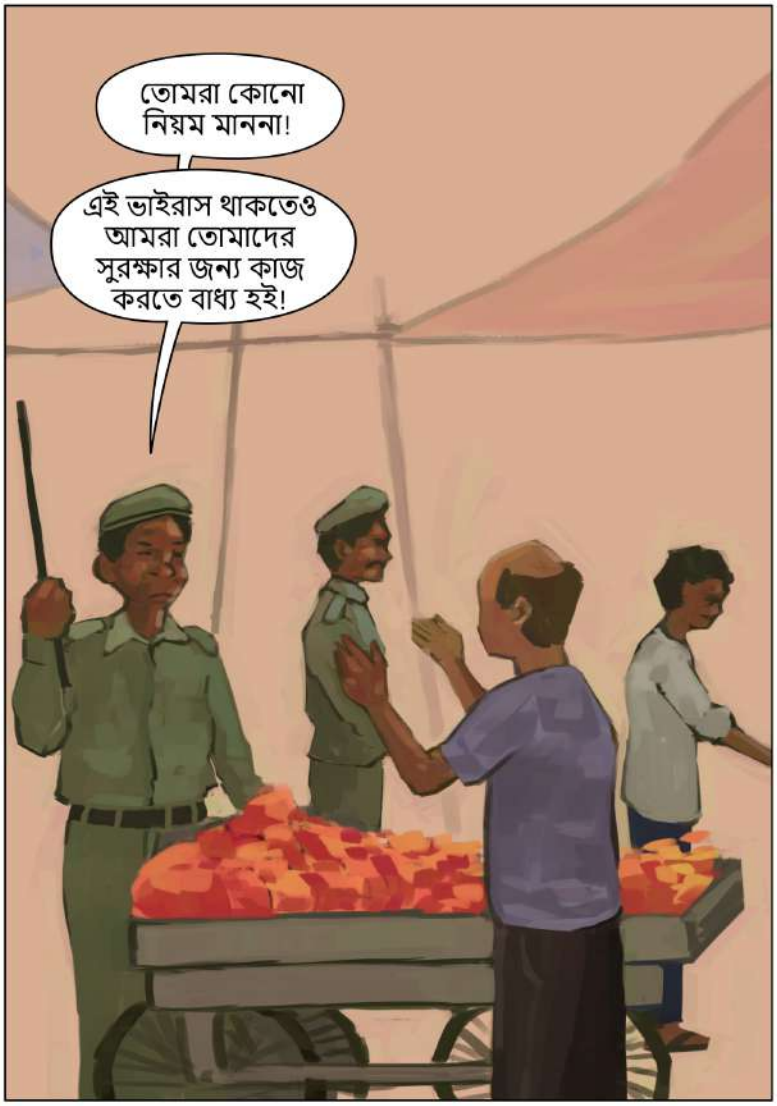
তোমরা কোনো নিয়ম মাননা!
এই ভাইরাস থাকতেও আমরা তোমাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করতে বাধ্য হই!

কিসের সুরক্ষা ?! পুলিশের অত্যাচারের থেকে কেই বা বাঁচে ?

ফুল্লবাই লক্ষ্য করল যে টেন্ট বিক্রি দোকানের মালিক উমাকান্তকেও একটা ধমকানি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল ।
আপনি কী ভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য বিভাগে পড়েন ?

আমার হয়তো কপাল ভালো!
আমরা তোমাকে একবার সাবধান করে ছেড়ে দিচ্ছি। এই স্লিপটা রাখো, এটা তোমার নোটিস।

ফুল্লবাই দেখলো যে বড়রাস্তায় পুলিশ লোকেদের চেক করছে. কিছু লোকদের আটকাচ্ছে, আর কিছুকে ছেড়ে দিচ্ছে।
পুলিশ কিভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে?
STORE

পুলিশ সব গ্রেফতার লোকেদের গাড়িতে নিয়ে চলে গেলো।
ওরা সঞ্জয় কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এই নোটিসের মানে কি?

ফুল্লবাই হেঁটে কাছের পুলিশ থানায় গেলো দেখতে যে সঞ্জয় কে ওখানে রাখা হয়েছে কি না
পুলিশ আজকের শাকসবজি ধ্বংস করেছে। শুধু ৪০০০ টাকা দিয়ে আমি কি করে সঞ্জয়কে ছাড়াবো ?

ফুল্লবাই কে পুলিশ একটা চেকপোস্টে থামালো।

সাহেব, আমি আমার বাবা-মায়ের ওষুধ কিনতে বাইরে এসেছি, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

স্যারজি, আমার স্বামী আমাকে প্রতিদিন মারধর করে। আমি পাশের জেলায় আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে যাব, না হলে আমি লকডাউনে আর বাঁচতে পারবোনা।

পুলিশ একজন লোক যে ওষুধ কিনছিল এবং ওই মহিলা যে নিজের স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছিলো, তাদের নোটিস দিলো।

তোমরা বাইরে কোনো ঘুরছো? মাস্ক পড়োনি কেন ?

আমরা লকডাউন দেখতে বেড়িয়েছিলাম।

পুলিশ যে তিনটে যুবক ঘুরে ড়াচ্ছিল, তাদেরকে নোটিশ দিল।

ফুল্লবাই লক্ষ্য করেন যে একটা হন্ডা গাড়ি কে যেতে দেয়া হল।

গাড়ি যেতে দাও, ওরাতো বাজার করতে বেড়িয়েছে !

তার পরে সোজা বাড়ি যাবেন, ঘুরঘুর করবেন না!

পুলিশ ফুল্লবাইকে প্রশ্ন করে, ও নিজের নোটিশটা দেখায়ে.

আমার ছেলে কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দয়া করে আমাকে পুলিশ থানায় যেতে দিন।

পুলিশ যারা নোটিশ দেখিয়েছে তাদের শাস্তি হিসেবে ওঠ-বোস করাচ্ছে

তোমাদের কারুর কাছে লোকডাউনের পালন না করার কোনো সন্তোষজনক কার ণ নেই। বাড়িতে থাকো!

ফুল্লবাই কোনো মতে সবচেয়ে কাছের পুলিশ থানায় পৌঁছলো ।

এখান থেকে বেড়ো ও ! তোমার ছেলে এখানে নেই, আর লক ডাউন চলছে, বাড়ি যাও!

থানার বাইরে কয়েকটি কনস্টেবল, হাত ধোয়া নিয়ে নাচের ভিডিও বানাচ্ছে

আর একবার করো, শেষ কয়েক সেকেন্ডগুলো ঝাপসাএসেছে

হতাশ আর চিন্তিত হয়ে ফুল্লবাই বাড়ি ফেরে ।
সঞ্জয় কোথায় ?
ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশ বস্তির লোকজনকেও ধরেছে

সাইবু ফুল্লবাই কে জানায় যে পুলিশ বস্তিতে বেছে বেছে পরিধি লোকেদের ঘরে ঢুকে মহুয়া খুঁজতে লুঠ করেছে. মহুয়া তৈরী করা পরিধিদের পরম্পরাগত জীবিকা।
স্যার, দয়া করুন. ২ মাস হয়েগেছে যে আমি মদ বিক্কিরি করি না

জুয়া আইনের অধীনে পুলিশ তাস খেলা পুরুষদের গ্রেফতার করছে।
যারা যারা নিজের বাড়ি বা বস্তি থেকে বেরোবে, তাদের গ্রেফতার করা হবে

ফুল্ল কেঁদো না, সঞ্জয় একজন গোন্ডি। এইটা আমাদের জাতের লোকেদের সাথে সব সময় হয়ে থাকে । আমাকেও অকারণে ধরা হয়েছে, কিন্তু আমি এখনো এখানে আছি। ও ঠিক থাকবে।

আদিবাসীদের এরকম দুর্ভাগ্য কেন? পুলিশ আমাদের সমাজ কে বেছে বেছে ধরে কেন ? আমি কি ভাবে আমার ছেলে কে ছাড়াবো?

পুলিশের মতে কি লকডাউন না মানার একটা সন্তোষজনক কারণ আমাদের নিজেদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য কাজ করা হতে পারে না ?

20 May
আক্রম কি এখনো ফেরেনি?
ও হয়তো এখনো জেলে, ফুল্লবাইয়ের ছেলের সঙ্গে।
লক ডাউন উঠে যাওয়ার পরে, ফুল্লবাই বাজারে ফেরেন।

আশা করি যে, আমরা সবাই আজ যথেষ্ট টাকা রোজগার করে আগামী দিনগুলোতে আমাদের পরিবার কে ভরপেট খাওয়াতে পারি।
ফুল্লবাই আজো সেই নোটিস টা সাথে নিয়ে ঘোরে , যার মানে উনি আজ ও বুঝতে পারেন না।